রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ কার্তিক ১৪২৬/২৩ অক্টোবর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩১৯—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের স্বনামধন্য সংবাদপত্র 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ডাচি অফ ল্যানকাস্টারের চ্যান্সেলর মাইকেল গভ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক ও শিক্ষামন্ত্রী গেভিন উইলিয়ামসনের মতো লন্ডনের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদগণ। 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' প্রতিবছর লন্ডনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের নিয়ে 'প্রোগ্রেস ১০০০'-শীর্ষক এই তালিকা প্রকাশ করে।

২। মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়েছে। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ আশ্বিন ১৪২৬/১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৪ অক্টোবর ২০১৯

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের স্বনামধন্য সংবাদপত্র 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ডাচি অফ ল্যানকাস্টারের চ্যান্সেলর মাইকেল গভ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক ও শিক্ষামন্ত্রী গেভিন উইলিয়ামসনের মতো লন্ডনের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদগণ। 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' প্রতিবছর লন্ডনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের নিয়ে 'প্রোগ্রেস ১০০০'-শীর্ষক এই তালিকা প্রকাশ করে। উক্ত তালিকায় রাজনীতি ছাড়াও ব্যবসা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, নকশা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্থান লাভ করেন।

মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক ১৯৮২ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনী এলাকায় লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর টিউলিপ লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিনের ছায়া মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হন। পরে তিনি পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট বিলের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণপূর্বক লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনী এলাকায় লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। মিজ্ টিউলিপ যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-এর ব্রেক্সিট চুক্তির বিপক্ষে ভোট দেওয়ার লক্ষ্যে সন্তান জন্মদানের অস্ত্রোপচার পিছিয়ে বিশ্বব্যাপী সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে সাধারণত কোনও এমপি'র সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় আসন্ন হলে বা সদ্যোজাত সন্তানের কারণে বা অসুস্থতার কারণে ভোটে অংশ নিতে না পারলে বিরোধী পক্ষেরও একজন সদস্য ভোটদান থেকে বিরত থাকতেন, যাকে 'পেয়ার' বলা হতো। কিন্তু ২০১৮ সালের জুলাইয়ে কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান ব্রান্ডন লুইস ওই প্রথা লঙ্ঘন করে ভোট দিয়েছিলেন। অতীতের এই ঘটনার কারণে ওই ব্যবস্থায় তাঁর আর আস্থা নেই জানিয়ে মিজ্ টিউলিপ সশরীরে পার্লামেন্টে গিয়ে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার এই সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে সন্তান-প্রত্যাশী ও নবজাতকদের মা-বাবার জন্য ঐতিহাসিক 'প্রক্সি ভোটিং' পদ্ধতি চালু করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মর্মে মূল্যায়ন করেছে 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা।

মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক ২০১৫ সালের লন্ডনের এই আসন থেকেই এমপি হয়ে হাউস অব কমন্সে গিয়ে প্রথম ভাষণেই নজর কাড়েন। তিনি তাঁর ভাষণে শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ব্রিটেনের সহৃদয়তার ওপর আলোকপাত করেন। বিবিসি'র তৈরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সবচেয়ে স্মরণীয় নবনির্বাচিতদের ভাষণের তালিকায়ও স্থান পায় তাঁর এই ভাষণ। নিজেকে 'একজন আশ্রয়প্রার্থীর কন্যা' হিসাবে বর্ণনা করে মা শেখ রেহানার দুর্দশার বিবরণ দেন টিউলিপ সিদ্দিক। উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর দৌহিত্রীর যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক গৌরবের স্থান। মিজ্ টিউলিপের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, সমাজের মূলধারায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ, রাজনৈতিক মহলে ও সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা বাঙ্গালি জাতিকে আরও গৌরবান্বিত করে। এই প্রেক্ষাপটে, মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক লন্ডনের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থান আরও উন্নত ও সুসংহত হয়েছে। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd